বানানভুল ঃ তার উৎস ও বৈচিত্র্য

পবিত্র সরকার

১. আগের কথা

কোনো লিপিপ্রণালীতে বানানভুলের কারন সম্বন্ধে দুদিক থেকে আলোচনা করা যায়।প্রথমত, এটা দেখানো চলে যে, উচচারণ অনুযায়ী লিখতে গিয়ে বানান তার প্রচলিত ও গৃহী আদর্শ বা norm থেকে সরে যাচ্ছে। উচচারণ ওবানানের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হওয়ার ইতিহাস এই সূত্রে আলোচনা করা চলে, তা আমরা পরে করেওছি কিছুটা। দ্বিতীয়ত, বাংলা লেখার ক্ষেত্রে এটাও দেখানো সম্ভব যে, উচচারণ অনুযায়ী বানান লিখতে গিয়ে গৃহীত বানান থেকে সরে যাওয়ার একটিমাত্র রাস্তা নেই। আছে একাধিক রাস্তা, একাধিক সম্ভাবনা। মাংসের দোকানের সাইনবোর্ডে যখন মিট ষপ্ কথাটি দেখি তখন বুঝি যে, উচচারণ মেনে বানান লিখতে গিয়ে সালিবোর্ড-লেখক সপ্ ,শপ্, এবং ষপ,---এই তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তৃতীয়টিকেই বেছে নিয়েছেন। এতে উচচারণ বজায়আছে, কিন্তু অধিকতর স্বীকৃতি শপ্ না লেখার জন্য লেখকের বানান-বিচ্যুতি ঘটেছে। এই বিচ্যুতির কারণ লেখকের অক্ষরজ্ঞান বা উচচারণজ্ঞানের অভাব নয়। বানানের সুনির্দিষ্ট গৃহীত পটি সম্বন্ধেতার অজ্ঞতা। তার বর্ণমালাওলিপির বিশেষ চরিত্রই তার এই অজ্ঞতার কারণ। এই বিষয়টি দেখাতে হলে ইতিহাসের শরণ নেবার দরকার নেই,বাংলা বর্ণ পদ্ধতি ও লিপি-প্রকরণের সংগঠনের বিত্তিতে আলোচনা করলেই চলে ১। এ অধ্যায় বানানভুলের, বিশেষত বাংলা লেখায় বানানভুলের, লিপি-সংগঠনগত উৎস ও সম্ভাবনা নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছি।

২. স্খলন ও ভ্রান্তি

ছেলেমেয়েদের স্কুলের রা কলেজের খাতায় বা পরীক্ষাপত্রে কিংবা বয়স্ক মানুষের নানা ধরনের লেখায় যেসব বানানভুল দেখা যায় তার সবগুলি এক ধরনের নয়। খাতায় সব বানানভুলই ভুল, মাস্টারমসাইরা দেখলেই কেটে দেবেন, ক্ষমা করবেন না। কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বানান জানি, কিন্তু সব ভুল করছি আমরা, কোনো ক্ষেত্রে আবার বানানটা জানি না বলে ভুল করছি। অনেক ক্ষেত্রে আবার সংশয় আছে এই বানানটা ঠিক এই হবে কি না--- সেটাও আমরা বানান জানি না- র মধ্যেই ফেলছি। স্পষ্ট জানার অভাব থেকেই সংশয় বা অনিশ্চয়।

বানান জানি, সুনিশ্চিতপে জানি, অথচ লেখায় ভুল হয়ে গেল, এরকম উদহরন অনেক আছে। অসুস্থতা লিখতে লিখি অসুস্থা, কাঁদা লিখতে লিখি কাদা, সত্যদা লিখতে লিখি সত্যতা। এগুলি ভুল নয়, কারণ কাঁদা পূর্ববঙ্গের মানুষের পক্ষে ভুল হলেও যে- কারো পক্ষেই অসুস্থতা লিখতে অসুস্থা কিংবা সত্যদা লিখতে সত্যতা লিখে ফেলা সম্ভব। কাজেই এটা ঠিক বানানভুল নয়। এর নাম দেওয়া যাক স্খলন, ইংরেজিতে Slip।

স্খলন ঘটে কেন ? স্খলন ঘটে লেখার দ্রুততা, লেখার সময়ে মানসিক উত্তেজনা, চিত্তবিক্ষেপ রা কোনো ধরনের অন্যমনস্কতার ফলে। তাড়াহুড়ো করে লেখাতে স্খলন থাকবেই----পরীক্ষার খাতায়, বিশেষ করে শেষ ঘন্টার কাছাকাছি সময়ে লেখা উত্তর গুলিতে স্খলনের দৃষ্টান্ত খুব বেশি।

স্খলন বিষয়টা জানা বানানের বিভ্রান্তি বলে যথার্থ বানানভুলের তুলনায় এর একটা সুবিধা আছে। সময় ও সুযোগ থাকলে লেখাটির উপর আর একবার সাবধানী চোখ বুলিয়ে স্খলনগুলিকে শুধরে নেওয়া যায়, বানানভুলের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কোথায় রেফ বসানো হয়নি, র-এর বিন্দু পড়েনি, প্রায় লিখতে প্রাই হয়ে গেছে, বা পুরো একটাঅক্ষর বাদ পড়ে গেছে--- সবই সংশোধন করা চলে বানানভুলের সংশোধন এভাবে সেই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়, বানানটা শিখে নিয়েই তা করতে হবে।

স্খলনের দুটো বড়ো শ্রেণি---ছাড়া (omission) আর বদল (substitution) ছাড়া যটেছে তখনই যখন কোনো বর্ণ লিখতে গিয়ে সেটি বা তার অংশ লেখা হচ্ছে না, বাদ পড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে একটা বর্ণের বা বর্ণ-ইউনিটের মধ্যে যদি একাধিক অংশ থাকে, যা লিখতে গেলে কাগজে আলাদা-আলাদাভাবে একাধিকরার কলম ছোঁওয়াতে হবে, তাহলে শেষের অংশটা বাদ পড়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। এরই ফলে র-এর ফুটকি, রেফ চিহ্, ও-কারের অন্তর্গত আ-কার ইত্যাদি ছাড়া হয়ে যেতে পারে। ইংরেজি আই (I) আর টি (t) অক্ষর সম্বন্ধে তো প্রবাদের নির্দেশই আছে 'Cut your t's and dot yours I,s !' টানা বা cursive লেখায় যে অংশটা আগে লেখা যায়, পরে ফিরে এসে তার কোনো বাকি অংশ লিখতে হয়, তাহলে এই ছাড় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আর বদল ঘটেছে তখন, যখন একটা বর্ণ লিখতে আর-একটা বর্ণ চলে আসছে । প্রায় লিখতে প্রাই , সত্যদা লিখতে সত্যতা যেমন। এরকম অসংখ্য উদাহরণ পাঠকদের নিজেদেরই মনে পড়বে।

যে কোনো স্খলনের উৎস হল মন। ছাড়-এর একটা কারণ আমরা বলেছি, সাধারণভাবে দুটি অংশের একটিকে আগে লিখে বাকিটি লেখার আগে যদি ব্যাঘাত ঘটে, মাঝখানে অন্য কিছু লেখা হয়ে যায়, সেখানে বাকি অংশটি লেখার কথা মনে নাও থাকতে পারে। এখানে স্মৃতির বাধাই বড়ো। ফলে ..মূত্তি.. ..পাচা..-এর বানান আমাদের খুবই চোখে পড়ে। মাঝে এই ব্যাঘাত রা interruption না থাকলে ছাড় পড়ার সম্ভাবনা কম, যেমন অনুস্বারের (ং) ক্ষেত্রে । সেখানে শূন্য আর তার নীচের হসন্ত লেখার মধ্যে ওই ব্যঘাত বা বিরাম নেই, ফলে স্মৃতি এখানে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

বদল বা substitution -এরও একাধিক কারণ আছে। একটা কারণ হল, বদলি চিহ্দুটোর ধবনিগতবা অন্য কোনো রকমের সাদৃশ্য বা নৈকট্য সম্বন্ধে লেখকের সংস্কার। য়ু, আর ই, উচচারণের দিক থেকে কাছাকাছি, ..ঋ.. (রি) যেমন। ফলে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার খাতায় প্রায়, প্রাই,। যায়, যাই। উপায়. উপাই, এই জাতীয় বদল অনেক বেশি দেখা যায়।। এই একই কারণে প্রচন্ড্ পৃচন্ড হতে পারে, আবার পৃথিবী হয় প্রথিবী। এই লেখক নিজে এটাও লিখতে মাঝে মাঝে এটাই লিখে ফেলা। তার কাবণ আর কিছুই না, তার ভাবনার মধ্যে নিশ্চয়ার্থক ..ই.. আর সংযোগাত্মক ..ও.. বেশ কাছাকাছি সাজানো রয়েছে, যদিও অর্থের দিক থেকে প্রথমটা অবিকল্পবোধক (exclusive), আর দ্বিতীয়টি সংযোগাত্মক (inclusive)। তাই তার মন অন্যমনস্ক প্রেস- কম্পোজিচারের মতো একটা খোপের টাইপ তুলতে গিয়ে তার পাশের খোপের টাইপ তুলে বসায়---

বদলের আর একটা বড়ো কারণ প্রক্প্রত্যাশা বা anticipation । লেখার সময় আমরা পরের একটা-দুটো শব্দ আগে থেকে ভাবতে শু করি। একটু পরে সচকিত হয়ে আবিষ্কার করি যে, ওই পরের শব্দটির প্রথম অক্ষর টপকে এসে বেজায়গায় বসে গিয়েছে, আগের শব্দটির কোনো একটা অক্ষরকে সরিয়ে দিয়েছে। এই লেখাতেই একটু আগে আমি অক্ষর লিখতে এক্ষর লিখে ফেলেছিলাম। তার কারণ, তখনই আমি ছাড়া-এর উদাহরণ হিসেবে একটা --এটা ব্যবহার করব ভেবেছিলাম, ফলে এদের ..এ.. বর্ণটি আগে টপকে এসে অক্ষর-এর ..অ..-কে ছিটকে দিয়েছিল। আরও উদাহরণ ঃ তূলনামূলক,প্রাত ইত্যাদি। অবশ্য এ যদি বানানভুল না ধরে বদল বলেই ধরি। থাহলে ..তূ.. হচ্ছে ..মূ.. এর প্রাক্প্রত্যাশা-

জনিত সাদৃশ্যে,ঞ্চত-র প্রথমঞ -ও আসছে ওই একই কারণে। ছাড় আর বদলএকসঙ্গে দুটোই ঘটার ফলে এক ধরনের মিশ্র স্খলন তৈরি হচ্ছে, তারও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন ..বাংলী.. কথাটা---পরীক্ষার খাতায় যার প্রচুর সাক্ষৎ ঘটে। বাঙালী-র একটা প। এতে বাঙালী (বা বাঙালী) থেকে ছাড়ও ঘটছে, বদলও ঘটছে। আ-কার বাদ পড়ছে একটা, আর ঙ বা ঙ্গ-এর, জায়গায় এসে বসছে অনুস্বার। উচ্চারণসাদৃশ্য হল বদলের কারণ। আবার অন্নদা (আনন্দ) -তে যে- ধরনের স্খলন ঘটেছে তার নাম দিতে পারি বিচ্যুতি বাdisplacement । ওই প্রাক্‌প্রত্যাশার কারণে ন্দ-এর ন, আগেই এসে ন-এর সঙ্গে জুড়ে গেছে। এ এক ধরনের বিপর্যাসমূলক (metathetical) স্খলন, যেখানে যে অক্ষরের থাকার কথা তাদের স্থান-পরিবর্তন ঘটছে----

অ + ন + ন্ + দ্--- আ + ন + ন্ + দ

1 + 2 + 3 + 4 --- 1 + 3 + 2 + 4

এই বিপর্যাসমূলক বিচ্যুতিকে আমরা বলব পরাগত (regressive) কারণ এখানে পরের ছিহ আগে এসে আগের বর্ণ-ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এরকম আরও দৃষ্টান্ত ঃ অত্যন্ত ---অন্তত্য।

আবার প্রগত বা progressive ধরনের বিপর্যাস-বিচ্যুতিও প্রচুর ঘটে। সেখানে আগের (অর্থাৎ লেখার বাঁদিকের) একটি বর্ণ পরে চলে যায়। পরে গিয়ে যুক্তব্যঞ্জন তৈরি না করে অনেক সময় বধল ঘটায়, যেমন তথাকথিত, বুচিবিকার, স্থলে বুচিবিচার, নামক লিখতে নাকম। যুক্তব্যঞ্জনকে প্রভাবিত করার দৃষ্টান্ত হল ছন্দোবদ্ধ--এর জায়গায় ছন্দোবন্ধ(ছন্দোবদ্ধ অর্থে)। এখানে বদলও ঘটছে।

লেখার স্খলন আকস্মিকতা-নির্ভর বলেই তা অনুমানযোগ্য বা predictable নয়। কিন্তু যদি কোনো ব্যাক্তির না-জানা বানান সম্বন্ধে একটা হিসেব থাকে তাহলে অনুমান করা সম্ভব সে কোন্ বানান ভুল করবে। এও স্খলনের সঙ্গে বানানভুলের একটা তফাত।

লেখার এই স্খলনকে মুখের স্খলন অর্থাৎ স্লিপ অব দ টাং-এর সঙ্গে সহজেই তুলনা করা সম্ভব। মুখের কথায় ছাড় হয় সাধারণভাবে দম ফুরিয়ে গেলে। কিন্তু সেটা তত গুত্বপূর্ন নয়, কারণ দম না ফুরোলে ওই ছাড় ঘটাবার কথা নয় কিন্তু যদি একই ধরনের ধ্বনি বা ধ্বনিদল কোনো কোনো শব্দে পুনরাবৃত্ত হয়, থখন উচ্চারণে তার একটি খসে যাবার ভয় থাকে। যেমন বাঙালিদের অনেকের মুখে ইংরেজি ডেটোরিয়োরেশন ডেটোবিয়েশান হয়ে যায়। এই ঘটনাটা নিয়মিত ঘটতে থাকলেই শব্দের চেহারাটা পাকাপাকিভাবে বদলে যাবে। ভাসাবিজ্ঞানে তার নাম Haplology ----- বাংলায় সমাক্ষরলোপ, একই রকম অক্ষর বা সিলেব্‌লের পুনরাবর্তন থাকলে তার একটির লোপ
এইভাবেই বড়দিদি থেকে বড়দি ছোটকাকা থেকে ছোট্‌কা হয়েছে। মুখের কথায় ধ্বনির এই ছাড়ই রকম-কে করে দেয় রম্ ডালহৌসি কে ডলাউসি, ইনকিলাব-কে ইংক্লাব। অনভ্যস্ত বা দুচ্চার্য ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ থাকলেও ছাড় মন্দ হয় না । গল্পেই তো আছে যে, কালিদাস উট্র কথাটি উচ্চারণ করতে পারতেন না, হয় বলতেন উষ্ট, না হয় উষ্ট্র। আমাদের নিজেদেরও অনেকের বেলায় কৃচ্ছ, কখনও কিচ্ছ, কিংবা কৃচ্ছ্র হয়ে বেরোয়। বৃত্ত হয় বা বিত্র।

মুখের কথায় বদল ঘটে দ্রুত উচ্চারণের আশেপাশের ধ্বনির প্রভাবে। ..র.. ..ড়.. গুলিয়ে যায়, ..জ.. হয় ..জ.. (z)। দাঁত- ভাঙা tongue-twister থাকলে ছাড়া ও বদল দুইই ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। একটু তাড়াতাড়ি ইংরেজিতে Peter Piper up picked up pickled pepper কিংবা She sells seashells on the seashore বলার চেষ্টা করলে তা ঘটবে, যেমন ঘটবে, বাংলয় দুড়দাড় ঘরদোর, ধড়াধড় মারধের, ছারখার হাড়গোড় বলার চেষ্টা করলে।

৩. বানানভুল, তার প্রকরণ

স্খলন ছেড়ে খাঁটি বানানভুলের প্রসঙ্গে আসি। বানানভুলের প্রথমিক উৎস ভাষার লিপিপদ্ধতি ও বর্ণমালা। ভাষ

ারউচচরণের সঙ্গে তার বর্ণসম্ভার ও লিখনপদ্ধতির যদি অসংগতি থাকে তাহলে বানানভুল হতে বাধ্য। অর্থাৎ একটি শব্দ যা উচচারণ করি তার বানান যদি ঠিক সেইভাবে লেখা না যায়, তাহলে বানানভুল হবেই। এক্ষেত্রে আদর্শ নীতিটি হয়তে া ছিল, one sound one symbol যে- ধবনিটিকে উচচারণ করছি তাকে সর্বত্র একই চিহ্ দিয়ে বোঝাতে হবে। ধবনি ও বণের one-one correspondence থাকতে হবে। পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি ভাষা আছে, যেমন ইতালীয়, স্প্যানিশ, চেক --যেমন শব্দের বানানে উচচারণ আর তার ধবনিরূপ বেশ কাছাকাছি। কিন্তু ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার বাননরীতি রীতিমতো কুখ্যাত। এসব ভাষায় প্রচুর শব্দের বানান তার উচচারণকে প্রতিফলিত করে না । তবে ইংবেজি বা ফরাসি বান ানের তুলনায় বাংলা বানানের অসংগতির উচচারণ বা একাধিক রর্ণের এক উচচারণ তেমনি দুটি সমস্যা, মেনি সমস্যা একাধিক silent বা অনুচচারিত বর্ণের। যেমন-এ gh, palm-এ। আবার ইংরেজি a বর্ণটির অন্তত পাঁচ রকম উচচারণ অ াছে--- cat, father, about, gate, law----এই শব্দগুলির a বর্ণচির উচচারণ লক্ষ করলেই তা বোঝা যাবে। ফরা সিতে e বর্ণটির অন্তত তিন রকমের উচচরণে প্রথম দুটি সমস্যা আছে বটে, কিন্তু তৃতীয় সমস্যা অর্থাৎ silent ধবনির সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে। কেউ কেউ দাবি করতে পারেন যে যুক্তব্যঞ্জনের উচচারণে এই সমস্যা আছে। কিন্তু এ বিষয় আমরা পরে আলোচনা করে দেখবো যে, যুক্তব্যঞ্জনের উচচরণে ওই সমস্যা silent ধবনির সমস্যার সঙ্গে হুবহু এক নয়।

বাংলা লেখাতে শব্দের বানানে একক বর্ণের উচচারণের ক্ষেত্রে যে-অসংগতিগুলি আছে তাকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম অসংগতি--বাংলায় এমন ধবনি আছে যা আমারা মুখে হরহামেশা উচচারণ করছি কিন্তু যার নিজস্ব কোনো বর্ণগত রূপ বা লিপিচিহ্ নেই লেখার জন্য, যেমন (ae) স্বরধবনিটি, যেটিকে, সাধারণভাবে আজকাল শব্দের গোড়ায় অ্যা এবং ব্যঞ্জনের পরে ..্যা.. চিহ্ দিয়ে বোঝানো হয় ৩। বাংলায় এ পর্যন্ত এই স্বসধবনিটি বোঝাতে যে সব বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি সবই অন্য ধবনির চিহ্ থেকে ধার করা। আমরা যতটুকু দেখেছি তাতে মোট দশ রকমের চিহ্ ওই একটি মাত্র স্বরধবনি লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা লক্ষ করেছি---এ, ে,ে,অ্যা,্যা,এ্য,য়্যা, া (জ্ঞান এ যেমন ৪)। এখনও পুরোনো শব্দের বানানে এ এবং এ-কার তৎসম কিছু শব্দে য-ফলা, য-ফলা আকার এবং নতুন (বিদেশি ঋণ) শব্দের বানানে ..অ্যা.. ও ..্যা.. গ্রাহ্য। ব্বিভারতীয় বইয়ে পাইকা হরফে মাত্রাওয়ালা এ-কার (ে) দিয়ে ..অ্যা.. বোঝানো হয় বটে, কিন্তু শব্দের মাঝখানেই ওই পার্থক্য রাখা যায় না, লাইনো বা মনোটাইপেও সে পার্থক্য তৈরি করা যায় না। আর সে-রীতি বাংলা মুদ্রাণে তেমন গৃহীতও হয়নি।

দ্বিতীয় অসংগতি হল বাংলা বর্ণমালায় অনেক বর্ণের উচচারণ তার মূল আদল থেকে সরে এসেছে। সংস্কৃত বর্ণমালায় ঈ, ঊ-র দীর্ঘ উচচারণ ছিল, কিন্তু বাংলায় এ দুটির উচচরণ হ্রস্ব ই, উ থেকে অভিন্ন। ..ঋ.. আগে ছিল হসন্ত এবং অ াক্ষরিক (syllabic) .. র .. ধবনি মাত্র, বাংলায় হয়েছে স্ববান্ত .. রি .. সংস্কৃতে যে উচচারণ ছিল কানিকটা .. ম্র্গ.., ব াংলায় তা হয়েছে ম্রিগো। ঞ, ণষ। য-র স্ব-তন্ত্র উচচরণ নেই। স্বরধবনি বানানে দীর্ঘ হলেও হ্রস্ব উচচারণ হয়, আবার হ্রস্ব স্বরধবনির চিহ্ও উচচারণে দীর্ঘ হতে পারে। সাধারণভাবে ..যদি.. কথাটির ..দি.. আর ..নদী..-র দী--তে উচচারণের দিক থেকে কোনো তফাতই নেই, আবার দুধ কথাটিকে আলাদা এককভাবেই উচচারণ করলে দীর্ঘ ঊ-র উচচারণ শুনতে পাই দু--ধ, কিন্তু যদি দুধভাতে খেয়েছি ? জিজ্ঞেস করি তখন উ-র উচচারণ হ্রস্বই হয়।

এই অসংগতির ফলেই যে - একটি উপসর্গের সৃষ্টি হয়েছে তা এই ঃ একই ধবনির দুটি বা কখনও তিনটি চিহ্ দাঁড়িয়ে গেছে বাংলা ভাষায়। এখানে আমরা লক্ষ করি one-to-many correspondence, এক-বহু প্রতিসম্পর্ক, ধবনি একটা, কিন্তু চিহ্ একাধিক। যেমন ..ই.. (ই, ঈ), ..উ.. (উ, ঊ), ..জ্.. (জ, য), ..ঙ.. (ঙ, ং), ..ত.. (ত, ৎ), ..শ্.. (শ, ষ, শ), ..ন্.. (ণ, ন) ইত্যাদি। স্বরবর্ণের প আরও আছে।

তৃতীয়ত, এছাড়া আছে বহু-এক প্রতিসম্পর্ক--- many-to-one correspondence । অর্থাৎ ধবনি একাধিক, কিন্তুচিহ্

একটি, যেমন ঐ বা ঔ। ইংরেজির মতন ঠিক নয়। সে-ভাষায় এক বর্ণের দুটি পৃথক উচ্চারণ, c বা g এর যেমন। বাংলা ঐ ঔ-এ পাশাপাশি দুটি ধ্বনির দ্বিস্বরিত উচ্চারণ---ও-ই্, ও-উ্ ৫।

আরার ধ্বনি চিহ্নগুলি সব জায়গায় একরকমও থাকে না, প্রতিবেশ অনুসারে বদলায়। এই প্রতিবেশ দুরকম --- সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট। সাধারণত আমরা লক্ষ করি যে, শব্দের গোড়ায় বা স্বরধ্বনির পর স্বরধ্বনি থাকলে তার গোটা রূপ, অর্থাৎ primary symbol বা বর্ণমালাভুক্ত রূপই লিখি আমরা। কিন্তু সে - স্বর যদি উচ্চারণে ব্যঞ্জনোত্তর হয়, তাহলে আস্ত বর্ণ না লিখে আমরা লিখি স্বরচিহ্ন বা কার, অর্থাৎ secondary symbol ----আ-কার (া), ই-কার (ি) ইত্যাদি। এই হল সাধারণ প্রতিবেশ। কিন্তু সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ প্রতিবেশে এই কার চিহ্নও অনেক সময় অতি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। যেমন হ্রস্ব - উ কারের সাধারণ রূপ (ু)। কিন্তু , শু, গু, হু, ইত্যাদিতে তারা যে সব সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র রূপ ফুটে ওঠে তার সঙ্গে গোটা বর্ণের রূপ, এমনকী সাধারণ কার - চিহ্নের ও রূপগত তফাত দাঁড়িয়ে যায়। বাংলায় এই বিশেষ প্রতিবেশিক বর্ণরূপভেদ বা অ্যালোগ্রাফ (allograph) গুলির জন্য মুদ্রাণের বিশেষ অসুবিধা বেড়েছে, শিখতেও হয় বহু চিহ্ন ৬ । তবে সাধারণ হোক আর সুনির্দিষ্ট হোক প্রতিবেশিক চিহ্নের সুবিধে এই হল যে, চিহ্নটি ওই প্রতিবেশের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত, তাকে অন্যত্র পাওয়া যাবে না। হ্রস্ব উ-কারের একটি রূপকে কেবল ..র.. বা র- ফলার হঙ্গে যুক্তভাবেই পাওয়া যাবে। , দ্রু- তে যেমন। অন্যত্র তার ব্যাবহর হবে না, কেউ ..বু.. বোঝাতে ... লিখবে না। কাজেই এগুলি প্রতিবেশবদ্ধ বলে এগুলির মধ্যে অকারণ স্থানবিনিময়ের ভয় তেমন নেই। যদি কেউ ..বু..-এর জায়গায় ... লেখা, সে বানান জানে না এমন কথা বলা ঠিক হবে না, বলা বরং উচিত হবে যে, সে লিখতে জানে না --- বাংলা লেখার সবগুলির নিয়ম তার আয়ত্ত হয়নি।

পঞ্চমত, বাংলা ভাষায় কিছু কিছু স্বরধ্বনি অবস্থানবিশেষে উচ্চারণে অন্য স্বরধ্বনির চেহারা নেয়--- উচ্চারণে বেশবদলে যায়। পরে ই বা উ থাকলে অনেক জায়গা অ হয় ও, অ হয় এ। বানানে অনেক সময় এই পরিবর্তন দেখানো হয় না। যেমন অত (অত), আর অতি (ওতি)--- দুটোতেই অ আছে---কিন্তু দুটো অ - এর দুরকম উচ্চরণ। তেমনই এ বা একার (ে) দিয়ে ..এ.. ..অ্যা.. দুরকম ধ্বনিই বোঝানো হয়। যেমন দেবতা ও দেখা তে প্রথমটিতে এ, দ্বিতীয়টিতে অ্যা ধ্বনি। কিন্তু কেউ যদি ..অতি.. লিখতে ..ওতি.. লেখে তাহলে এখানকার নিয়ম অনুযায়ী বানান ভুল হবে। এ হল উচ্চারণের চাপে বানানভুল। এর কথায় পরে আসছি।

যেখানে এক চিহ্নের একাধিক উচ্চারণ আছে, তার চেয়ে যেখানে একাধিক চিহ্নের এক উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে --- সেকানেই বানানভুলের সম্ভাবনা বেশি। একক ব্যঞ্জনে এ সমস্যা বেশি নয়। সেখানে ক,খ,গ,ঘ,চ,ছ,জ,ঝ ইত্যাদির একটি করেই চিহ্ন। ভাষাতত্ত্বে যাকে বলে biuniqueness condition ----তাই এখানে বজায় আছে। অর্থাৎ একটি
ধ্বনি, তার একটি মাত্রই চিহ্ন। কাজেই ক লিখতে গিয়ে খ লেখার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে--- যদি না ইংরেজিভাষী বিদেশির অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলে সেই ঘটে। কিন্তু যে -চিহ্নগুলির উচ্চারণ এক হওয়ার ফলে খানিকটা পরস্পরবিনিময় সম্ভব---অর্থাৎ একটার বদলে আর একটা লিখে ফেললে উচ্চারণ কমবেশি একই থাকে ---সেই চিহ্নগুলিই বানানভুলে বড়ো ভূমিকা নেয়।

বাঁদর এই শব্দটিতে ..দ..--এ অলিখিত যে চিহ্নটি আছে বলে আমরা ধরে নিচ্ছি, তার নাম নিহিত (inherent) অ। তার কোনো প্রকাশ্য রূপ নেই। এখন এই জায়গায় অ-এর উচ্চারণ ..ও.. এবং তার চিহ্ন হল শূন্য বা ০। অর্থাৎ ওই ও -এর (মূলত অ- এর) কোনো চিহ্ন নেই। উচ্চারণের সমতার জন্য এখানে ওই ০-এর বদতেল ও-কার যদি কেউ দিয়ে ফেলেন তা অযৌক্তিক হবে না, কিন্তু বানানরীতি তো উচ্চারণের যুক্তি মেনে চলে না, তাই বাঁদোর লিখলে বানানভুল হবে। এখানে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি বানানে ০ চিহ্ন এবং ও-কারের মধ্যে পরস্পর বিনিময় সম্বন্ধে একটি আর - একটিকে স্থানচ্যুত করতে পারে। অনেক জায়গায় ও -কারকেও ০ চিহ্ন (অর্থাৎ অনুপস্থিতি) স্থানচ্যুত করেছে- ও কার

যেখানে লেখার কথা সেখানে লেখা হচ্ছে না--- এমন (substitution)-এর ঘটনা দেখাতে পারি -০-এর জায়গায় ও কার ঃ বাঁদোর, মাদোল, কাপোড়, বোতোল, লাগোল, স্বপোন, আসোল ইত্যাদি। কখনও কখনও বানানে এটা স্বীকৃতিও লাভ করে, যেমন মতো, ওব্যেস, কলো, দরোজা, ভালো ইত্যাদি। ও - কারের জায়গায় ০-এর বিকল্পন ঘটছে বুড় (বুড়ো---দ্র ..বুড়.. সালিকের ঘাড়ে রোঁ) হুড়হুড়ি, মুচর্ছ, প্রয়জন, আরহণ, পুরান (পুরানো) তলত্তমা, ভৌগলিক, পৌরহিত্য ইত্যাদি শব্দে। এর কতকগুলি এক সময় প্রচলিত ছিল, এখন নেই। বাকিগুলি একে অন্যের সঙ্গে বদলে যেতে পারে---এখানেই বাংলা বা অন্যান্য ভাষায় বানানভুলের আসল উৎস। ..ই.. ধ্বনিটির জন্য দুটি চিহ্ পাই ই, ঈ, এমনকী জায়গা -- বিশেষে য়ি, য়ী। ব্যঞ্জনের পর একই ধ্বনি ি ী- কার দিয়ে লেখা হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, সব ধ্বনির সব কটি বিকল্পের মধ্যে বিনিময়-সম্পর্ক (substitution relation) একরকম নয়। ি ী চিহ্ দুটির যত সহজে পরস্পরের বিনিময় ঘটতে পারে, ই,ঈ-র বিনিময় তত ঘন হতে পারে না। তার একটাই কারণ ঃ ঈ-র ব্যবহার স্বল্পতা ----বাংলাভাষায় ঈ-দিয়ে লেখা শব্দের সংখ্যা হাতে শুনে বলা যায়। কিন্তু ধন যত্তব্যঞ্জনচিহ্ ও। একে অর্থাৎ এর ধ্বনিকে পাঁচ ভাবে বাংলায় লেখা সম্ভব....ত্ত, ত্ব, ত্ত্ব, ত্য এবং ত্ম। ..ৎত.. হসেবেও লেকা চলে, কিন্তু বাংলায় এ পয়োগ নেই বলে তার হঙ্গে ও-এর বদল বা বিনিময় সম্পর্ক , অর্থাৎ ..ত্ম.. -এর বদলে ..ত্ত.. লেকা যত সম্ভব, ও-এর বদলে ..ত্ম.. লেখা তত সম্ভব নয়। ই-ঈ-র বিনিময় সম্পর্কেও আছে একমুখিতা, উভয়মুখিতা কম।

চিহ্ -- অর্থাৎ আস্ত বর্ণ ও তার রূপভেদ (কার, ফলা ইত্যাদি) জুড়ে জুড়ে শব্দের বানান লিখি আমরা। যে চিহ্ বা চিহ্ সমবায়ের মধ্যে (..ই.. চিহ্, কিন্তু ..য়ি.. চিহ্সমবায়) বিনিময় সম্পর্ক আছে সেগুলিক বানানের একক বা ইউনিট ভেবে নিতে পারি আমরা। বানানের শুদ্ধতা মানে --একাধিক বিনিময়যোগ্য বানান ইউটিটের মধ্যে একটি মান্য ইউনিট লেখায় সাফল্য। যারা বানানভূল করে, তারা ঠিক ইউনিটটিকে বেছে বসিয়ে দিতে পারে না।

ধরা যাক ঊধব কথাটি। বানানের দিক থেকে ৱিষণ এর দুটি একক। ঊ আর ঊ এই দুটি চিহ্রেই একাধিকবিকল্প আছে বাংলা লিপিতে--এই বিকল্পগুলির মধ্যে বিনিময় - সম্পর্ক আছে-- বাংলায় নতুন পুরোনো এক সঙ্গে ধরে নিয়ে বিনিময় - সম্পর্কযুক্ত এককগুলিকে এভাবে সাজাই ঃ

ঊ ঃ উ, ঊ
ধব ঃ র্ধ, ধব, র্দ্ধ র্দ্ধ (সেই সঙ্গে ভুল বর্ণে র্দ্ব)
সামান্য গণিত ব্যবহার করে ঘাড়ে সংখ্যা বসিয়েও এই বিকল্পের সংখা বোঝাতে পারি-- ঊ২ ধব৪। ..দ্ব.. কে আপাতত হিসেবের বাইরে রাখছি, কারণ ..দ্ব.. যে ঊধব-তে লিখবে সে পুরোপুরি লেখার নিয়মই শেখেনি। তার বানানে শব্দটির উচচরণও প্রতিফলিত হচ্ছে না।

বিকল্পের সম্ভাব্য সংখ্যা থেকে আমরা শুদ্ধ ও ভুল বানানের মোট সম্ভাব্য সংখ্যাও নির্ধারণ করতে পারি। ..ঊ..-র দুটি বিকল্প আর ধব-এর চারটি বিকল্প, সুতরাং সব মিলিয়ে ..ঊধব..কথাটির মোট বানান হতে পারে ৪x২= ৮টি। সেগুলি হল, ঊর্ধ, ঊর্ধ, ঊধব, ঊধর্ব, ঊর্দ্ধ, ঊদ্ধ, ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধ। কিন্তু নতুন এবং পুরোনো নিয়মে এর মধ্যে মাত্র দুটি শুদ্ধ বানান। কাজেই আটটি বানান-সম্ভাবনার মধ্যে ছ-টিই অশুদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

ধরা যাক x হল বানানভুলের সম্ভাবনা এবং Y হল বানানের মোট বিকল্পের সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে ঊধর্ব-এর ক্ষেত্রে বানানভুলের সম্ভাব্য সংখ্যাকে একটা ফর্মুলার আকার দেওয়া যেতে পারে, দ্ধঞ্চদ্ধ-২ । এর শুদ্ধ বানান এবং ভুল বানানের অনুপাত ২ ঃ ৬। আমরা অবশ্য বাংলায় সাধারণভাবে শুদ্ধ যে দুটি রূপ, পুরোনো নিয়মে ..উর্দ্ধ.. ও নতুন নিয়মে ..ঊধর্ব.---এই দুটকেই আমরা হিসেবের মধ্যে ধরেছি। মনিয়ের উইলিয়ামজের সংস্কৃত অভিধানে ..উর্দ্ধ.. আছে, তবে সেটিকেও বানানভুলের দৃষ্টান্ত হিসেবেই গ্রহন করেছেন তিনি।

নতুন - পুরোনো নিয়মের দুটি শুদ্ধ রূপের সমস্যা যেখানে নেই, যেখানে একটিই শুদ্ধ রূপ, সেখানে ওই ফর্মুলা হবে X=Y-1 । যেমন দায়িত্ব শব্দটির বানানে। এর একক হল পাঁচটি চিহ্ন ---দ, া, ি, য় এর্বং ত্ব। এই এককগুলির
বিকল্পের হিসেব এইরকম ঃ
দ---দ, দ্ব (শেষেরটি শব্দের গোড়ায়)
া---া
ি---ি,ী
য়---য়
ত্ব---ত্ব, ত্ত,ত্ত্ব (ত্ম - কে বিকল্প ধরছি না)

অর্থাৎ সংকেত আনুসারে দ2+া1+ি2+য়1+ত্ব3। তার অর্থ হল এর বিকল্প বানান হতে পারে সব মিলিয়ে মোট ২x২x৩=১২টিঃ দায়িত্ব, দায়িত্ত, দায়ীত্ব, দায়ীত্ত, দায়ীত্ব, দ্বায়িত্ত, দ্বায়িত্ত, দ্বায়ীত্ব, দ্বায়ীত্ত, দ্বায়ীত্ত্ব। কেউ কেউ উল্লেখ করতে পারে যে দ্ব- এর উচ্চারন যেমন শব্দের গোড়ায় দ তেমনি দ্য-এরও তো শব্দের গোড়ায় ওই একই উচ্চারণ, তবে কেন দ-এর সঙ্গে দ্য-এর এক্ষেত্রে বিনিময়-সম্পর্ক তৈরি হবে না ? এর উত্তর হল, দ্ব এখানে নিছক বিনিময় - সম্পর্কের জন্য আসে না, আসে এমন একটা ব্বিাস থেকে যে ব-ফলা এ বানানে কোথাও একটা আছে। বলা বাহুল্য ত্ব-এর সংস্রব এর মূল্যে। ত্ব -এর ব ফলাই স্থানান্তরিত হয়ে দ-এর নীচে চলে যায়। সেদিক থেকে দ্য আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। অ ারও এক কারণে যে, আদিতে দ্য খুব বেশি বাংলা শব্দে দেখা যায় না। এই frequency -র বিরলতা বানানে দ্য -এর সংখ্যাবৃদ্ধির সহায়ক নয়।

কিন্তু উপরের ওই বারোটি বানানের মধ্যেই শুধু দায়িত্ব- এর বানান-সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ নয়। আমরা ওখানে এ বানানের পাঁচটি ইউনিট ধরেছি-- দ, া, ়ি,ত্ব। লক্ষ করা যাবে যে, দুটি ইউনিটের হঙ্গে একটি ইউনিটের বদল ঘটাতে পারে, যদি উচ্চারণের সমর্থন থাকে। যেমন য়ি---এই দুটি উইনিটের বদল কেউ ই বসিয়ে দাইত্ব লিখতে পারেন, কিংবা ঈ বসিয়া দ াঈত্ব। শেষেরটা, বলা বাহুল্য, সম্ভবনার হিসেবে খুব প্রবল নয়, কারণ প্রচলিত বাংলা শব্দের মাঝখানে ..ঈ.. -এর ব্যবহার নেই। দাইত্ব তো অনেক দেখা যায়। ১৯৭৮ নাগাদ ৪৫ নম্বর টের WBS- 2855 বাসে আমি দাইত্ব বানান দেখেছিল াম। দায়ীত্ব দেখেছিলাম ওই টেরই NBS-3580 নম্বর বাসে। দ্বায়ীত্ব-ও লক্ষ করেছিলাম এই টেরই আরেকটি বাসে। এত সব মিলিয়ে এ বানানে ভুলের সম্ভাবনা ২৩ আর শুদ্ধ বানান মাত্র ১ দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ভুল না করে নিস্তার অ াছে।

বাস্তবে যে এত রকমের ভুল দেখা যায় না তার কারণ সমস্ত বিকল্পগুলি সমান ভাবে নয়, বারংবারতা বা frequency অনুযায়ী কোনোটি বেশি সম্ভব, কোনোটি কম, কোনোটি হয়তো আদৌ দেখা যায় না। ঊধব বানানের ঊ-টি
বাংলা লেখায় যত চোখে পড়ে, ..ধব..ঁ তার চেয়ে চোখে পড়ে অনেক কম। ..ধব.. বা ..র্দ্ধ.. আর কোনো বাংলা শব্দে নেই। কাজেই এই বানানে দ্বিতীয় ইউনিটটিতেই ভুলের সম্ভাবনা বেশি। দ্বিতীয়ত, উচ্চারণের একটা সংস্কার লেখকের মনের মধ্যে থাকে, সেই উচ্চারণের দিক থেকে ..ধব.. - এর বা - ফলার কোনো ভূমিকা নেই---তা অতিরিক্তচিহ্ন। সেজন্য ব-ফলাহীন ঊর্ধব বানানের এত প্রাচুর্য। এই বারংবরতা, এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপ ও সংশয়ের ফলে একই বানান হয়তো একা ধিকভাবে লেখা হয়ে যায়--- এক পৃষ্ঠায় যে তেজস্বিতা লিখল পৃষ্ঠায় সে অনায়াসেই তেজস্বীতা লিখে উঠতে পারে ।আব ার কেউ কেউ ঐকান্তিক হয়ে পড়ে, সবটাতেই দীর্ঘ-ঊকার দিয়ে যায়, যেমন ভূজ, রঘূপতি, অদ্ভুত, স্নায়ু ইত্যাদি।

বারংবারতার সঙ্গে বানানে ত্ব অনুষঙ্গের প্রীতি । এর আগে আমরা দেখেছি যে দায়িত্ব বানানে ত্ব-এর অনুষঙ্গে দ্ব এসে য ায়। আর বারংবারতারও কোনো হিসেব নেই।পুজোর সময় দীর্ঘ-ঊকারওয়ালা ভূল দূর্গা বানানের ব্যানারে কলকাতা

ছেয়ে যায়। অথচ দু-এর বারংবারতাই তো বেশি অনুপাতে, দূ তো দূর্বা ছাড়া আর কোথাও দেখি না। তবে কি দূর-এর সাদৃশ্যে আসে দূর্গা ? না কি পূজা -র অনুষঙ্গে দীর্ঘ ঊ-কার চলে আসে ? না কি রেফওয়ালা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে তার আগে সাধারণ - ভাবে দীর্ঘ - ঊকারযুক্ত ব্যঞ্জনের সংখ্যাধিক্যই এর কারণ-- কূর্ম, চূর্ণ, তূর্য,পূর্ণ, পূর্ব, মূর্ধা, সূর্য -তে যেমন। তেমনই ভুল বানান কি ভূল হয় কূল, মূল, শূল - এর অনুষঙ্গে ? না কি ভূত এর প্রভাবে? ভূত-এর জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত হয় তা সুনিশ্চিত, এমন কী বূজ, ভুজ হয়ে পড়ে তাও অনুমানযোগ্য। ভুবন ঠিক একই কারণে হয় ভূবন। তবে ভূত - এর পাশাপাশি ভূমি বা ভূ এর একটা টানও আছে বই -কি।

অন্য বানান ও লিপি অভ্যাসের বিশেষত্বের ফলেই সাধারণত উপরের ভুলগুলি ঘটে। একদিকে একাধিক সম্ভাবনার মধে যথার্থ চিত্রটিকে তুলে আনতে না- পারা, এবং সেই সংশয়ের মধ্যে অন্য বানানের সাদৃশ্যের চাপ--- দুয়ে মিলে বানানভুলের সম্ভাবনা প্রবলতর করে তোলে।

উচ্চারণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যে- বানানভুল ঘটে তার উদাহরণ ওই বাঁদোর। এর প্রভাবেই স্বীকৃত বানান-রীতিও আস্তে আস্তে বদলায়। কোরে (=করিয়া) ..হোলো.., ..দেখবো.., ..দ্যাখে.., ..ওলোট-পালট.., ..পোশাক.., ইত্যাদি বানান এখন আর ভ্রুকুঞ্চন জাগায় না---যদিও এর ফলে একই শব্দের বহু বিকল্প বানান তৈরি হয়েছে৭ ।তা নিয়ে সমস্যা আছে।

উচ্ছারণ - সাদৃশ্য থেকে বানান - সাদৃশ্য এবং তার ফলে বানান পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত হল কাঁচ। কাচই স্বীকৃত বানান ----------কিন্তু কাঁচা, কাঁচি ইত্যাদির উচচরণের সাদৃশ্যে তার উচচারণ কাঁক হয়ে দাঁড়ায় বানানও ক্রমশ সেখানে পৌছায়। হঁাস বা হাঁসফাঁস-এর প্রভাবে হয় হাঁসি বা হাঁসপাতাল। যারা স্ট্যান্ডর্ড বা মান্যভাষা ততটা জানে না, তাদের লেখায় স্থানীয় উচচারণ - প্রবর্তিত বানানভুলও লক্ষ করি। খুজরো টুগরো, চাঁওচ (=চামচ) দেখেছি, দু-এক জায়গায় আমনার (আপনারা) ও চোখে পড়েছে। বাস্‌কো বা বাক্ষ তো প্রায়ই দেখা যায়।

ঠিক চিহ্নটি ঠিক জায়গায় বসানো--এই হল শুদ্ধ বানান লেখার রহস্য। উচচারণের নিয়ম থেকে লেখার নিয়ম আলাদা, সে-নিয়ম আলাদা করে শিখতে হয়। কখনও একটি নিয়ম শুধু একটি শব্দের জন্য--যেমন ঊধর্বর বেলায়, কথার নিয়মের হঙ্গে সেগুলির সাক্ষাৎ যোগ নেই। কথার বা উচচারণের নিয়ম আমরা মানি অভ্যাসে। অবশ্য যাঁরা মান্যভাষা বলেন তাঁদের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। অন্যদের উচচরণও শিখতে হয়, যেমন শিখতে হয় বানান। স্বভাব থেকে সংস্কৃতিতে পৌছানোর নামই শিক্ষা--- শুদ্ধ উচচারণ ও শুদ্ধ বানান সেই শিক্ষা ও সচেতনাতার পরিচয় বহন করে ৯।

টীকা ও উৎসনির্দেশ

১. দ্র. এই লেখকের ..বাংলা লিপি বিষয়ে.. শারদীয় যুগান্তর, ১৩৮৬,২৫২-৫৭ পৃ, বর্তমান গ্রন্থের ৩ অধ্যায়ের অন্তভুক্ত

২. এ দিক থেকে এ ধরনের কোনো আলোচনা এখনও আমাদের চোখে পড়েনি।

৩. অ্যা স্বরধবনিটি বাংলায় অপেক্ষাকৃত নতুন বলেই তা লেখার পৃথক কোনো বর্ণ আর তৈরি করা হয় ওঠেনি। অধিকংশ ক্ষেত্রে তা এ-র রূপান্তর, তাই তার চেহারায় এ বা এ-কারের প্রধান্য।

৪. ১৯৮৪-তে ২৩-২৪ ফেব্রয়ারি শান্তিনিকেতনের বিনয় ভবনে বাংলা বানান বিষয়ক একটি সেমিনারে এই লেখক অ্যা-র স্বতন্ত্র চিহ্ন হিসেবে যে দুটি চিহ্ন প্রস্তাব করেছিলেন, তা এ গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে।

৫. বাংলা দ্বিস্বর সম্বন্ধেদ্র. লেখকের বাংলা দ্বিস্বরধবনি, মৃণাল নাথ (সম্পা ভাষা, চতুর্থ-পঞ্চম বর্ষ ১০-২২ পৃষ্ঠা

৬. এ গ্রন্থের ৩ অধ্যায় দ্র.

৭. স্বরোচচতাসাম্য (Vowel Height Assimilation) বা স্বরসংগতির ফলে এই অ-প্রসূত ও পুরোপুরি ও-র মতো উচচারিত হয় না -----এতে ঠোঁট কম দেল হয়। উচচারণের এই পার্থক্য ধবনিতত্ত্বে গুত্বপূর্ণ নয়।

৮. (এটি অধ্যায় ৭ হিসাবে ভূলত্রমে নির্দেশিত হয়েছে) বিকল্প বানানের সমস্যা বানান-অশুদ্ধির সমস্যার চেয়ে গুত্বপূর্ণ নয়। এ বিষয়ে পরবর্তী ৪-৫ অধ্যায় দুটি দ্র.

৯. এ অধ্যায়ের একটি অংশ বানান ভুল, ভুল বানান নামে সুনীলকুমার নন্দী সম্পাদিত অনুত্তি দ্বাদশ বর্ষ, বৈশাখ -আশ্বিন (১৩৮৫) ১-২ সংখ্যায় কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত কৌশিক, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (১৪-২৩)। সেটিরাজশাহী ঝিবিদ্যালয়ে বাংলা গবেষণা সংসাদের পত্রিকা। এর পরে আরও দু-একটি জায়গায় ছাপা হয়েছে

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com